প্রথম আলো

তারিখ ... 21 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

উল্টোযাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষা

কোচিং ব্যবসা ও গাইড বই বন্ধ করুন

২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালুর সময়ে নানা মহল থেকে আপত্তি উঠলেও সরকারের নীতিনির্ধারকেরা এটিকে 'যুগান্তকারী পদক্ষেপ' বলে দাবি করেছিলেন। বলা হয়েছিল, সব পরীক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষার সুযোগ পেলে প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়বে। তারা পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হবে। আগে বৃত্তির জন্য বাছাই করা কিছু শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেলেও অন্যদের পরীক্ষা হতো বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু ছয় বছরের মাথায় এসে দেশবাসী প্রাথমিক শিক্ষার উল্টোযাত্রাই প্রত্যক্ষ করছে।

শিক্ষাবিষয়ক বেসরকারি সংস্থাগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের জরিপ প্রতিবেদনে যেসব তথ্য এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গ্রামীণ ও শহরের ১৫০টি উপজেলার ৫৭৮টি বিদ্যালয়ের ওপর এই জরিপে দেখা যায়, বর্তমানে ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে কোচিং ব্যবসা চলছে এবং ৭৮ দশমিক ৩ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং বাধ্যতামূলক। অথচ ২০০০ সালে ৪০ শতাংশেরও কম বিদ্যালয়ে কোচিং চালু ছিল। এ ছাড়া ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের কোচিংয়ে যুক্ত হওয়া, পাসের হার বাড়াতে উত্তরপত্রে বেশি নম্বর দেওয়া কিংবা উত্তরপত্র দেখাদেখির সুযোগ করে দেওয়ার ঘটনা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানও প্রতিবেদনের সঙ্গে 'সম্পূর্ণ একমত' পোষণ করে পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন।

এ থেকে উত্তরণের উপায় কী? অনেকেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করে আগের নিয়মে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সেটি হলেই যে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে, তার নিশ্চয়তা কী? কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে সরকার আর কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে? আমরা মনে করি, প্রাথমিক শিক্ষার এই ধস ঠেকাতে পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি জরুরি হলো কোচিং ব্যবসা ও গাইড বই সম্পূর্ণ বন্ধ করা। শ্রেণিকক্ষেই যাতে শিক্ষকেরা পাঠদানপর্ব শেষ করেন, সে জন্য তদারকি ব্যবস্থাও জোরদার করতে হবে। আশা করি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাববে।